পর্যটনকে গুরুত্ব দিতে গেঞ্জিতে ফুটে উঠছে বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক মন্দির ও পুরাকীর্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বুধবার বাঁকুড়া জেলার মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরে ঐতিহাসিক মন্দিরের ছবি সম্বলিত গেঞ্জির উদ্বোধন হয়ে গেল। বিষ্ণুপুর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বিশেষ ধরণের গেঞ্জিগুলি ছাপা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই গেঞ্জিগুলিকে পর্যটন শিল্পকে আরও প্রচারমুখী করে তোলার কাজে লাগানো হবে। এদিন শহরের নির্বাচিত পর্যটন গাইডদের একটি করে গেঞ্জি দিয়ে প্রচারের সূচনা করা হয়। গেঞ্জির উদ্বোধন করেন বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসক মানস মণ্ডল। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুকোমল কান্তি দাস। এরপর ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি অর্থাৎ রাসমঞ্চ, দলমাদল কামান থেকে শুরু করে জোড়বাংলা প্রভৃতি মন্দির ও স্থাপত্যগুলি গেঞ্জিতে ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হবে। আর সেই গেঞ্জিগুলি মানুষের বুকে বুকে ঘুরবে। মহকুমা শাসক মানস মণ্ডল জানান, বিষ্ণুপুরের পর্যটন ও ধুঁকতে বসা হস্তশিল্পকে গেঞ্জির মাধ্যমে প্রচারের আলোয় আনার অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঐতিহাসিক বিভিন্ন মন্দির, সৌধ ও হস্তশিল্পের ছবি সম্বলিত গেঞ্জি স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে পোড়ামাটির হাটে বিক্রি করাও হবে। পরবর্তীকালে পর্যটকরা যাতে বিষ্ণুপুর ভ্রমণের স্মৃতি হিসাবে ওই গেঞ্জি বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন সেজন্য প্রসার বাড়ানো হবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য তথা দেশবিদেশের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে গেলে অধিকাংশ পর্যটক সেখানকার স্মৃতি হিসাবে সেখানের বিশিষ্ট জিনিস কিনে বাড়িতে নিয়ে যান। যেমন দার্জিলিং গেলে শীতের কিনতে পর্যটকরা পছন্দ করেন। সেরকম বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে এলে অনেক পর্যটক এখানকার বিখ্যাত কাঁসা পিতলের বাসন বা বালুচরী কিনে নিয়ে যান। কিন্তু এই বালুচরী শাড়ি'র দাম অত্যধিক হওয়ায় সাধারণ মানুষ তা কিনতে অপারগ হন। ইচ্ছে থাকলেও তা কিনতে পারেন না। তাই এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে বিষ্ণুপুর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষ্ণুপুরের সবরকম পর্যটনের উপকরণের ছবি গেঞ্জিতে ছাপিয়ে তা বিক্রি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আধিকারিকরা গেঞ্জিতে ঐতিহাসিক রাসমঞ্চ, দলমাদল কামান সহ শ্যামরাই, জোড়শ্রেণি, কালাচাঁদ প্রভৃতি মন্দির এবং বালুচরী, লণ্ঠন, কাঁসা প্রভৃতি শিল্পকর্মও তুলে ধরা হবে গেঞ্জিতে। প্রাথমিকভাবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ওই গেঞ্জি বিক্রি করা হবে। বুধবার শহরের রাসমঞ্চ প্রাঙ্গনে এই গেঞ্জির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

খেজুর রস সংগ্রহ

শীতের শুরুতেই হিম পড়তে শুরু হয়েছে। অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন, তাই হুগলি জেলার বলাগড়ের বিভিন্ন গ্রামে নতুন গুড় বা নলেন গুড় সংগ্রহের জন্য খেজুর গাছ থেকে তাই সংগ্রহ করা হচ্ছে খেজুর রস। ছবিটি তুলেছেন রাজীব ভগত।

আদালতে হাজিরা দিয়ে জামিন পেলেন রাহুল, লকেট ও সায়ন্তন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া জেলা প্রশাসনের সদর দফতরের সামনে বেআইনি জমায়েত করার অভিযোগের মামলায় জড়িয়ে মঙ্গলবার পুরুলিয়া আদালতে হাজিরা দিয়েছিলেন বিজেপি'র রাজ্য নেতা রাহুল সিন্হা, দলের রাজ্য মহিলা মোর্চার সভাপতি লকেট চট্টোপাধ্যায় ও রাজ্যনেতা সায়ন্তন বসু। পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে ৩৪এ/৩২ পুলিশ অ্যাক্ট অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে। তিনজন অভিযুক্তই সংশ্লিষ্ট বিচারকের কাছে তাঁদের জামিনের জন্য আবেদন জানালে সেই আবেদন মঞ্জুর করা হয়। আগামী ২৬ ডিসেম্বর ফের তাঁদের পুরুলিয়া আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, ৩০মে জেলার বলরামপুর থানার সুবুরডি গ্রামের যুবক বিজেপি কর্মী ত্রিলোচন মাহাতো এবং ২ জুন এই থানারই ডাভা গ্রামের সক্রিয় বিজেপি কর্মী দুলাল কুমারের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। দুটি ঘটনার পিছনেই শাসকদলের হাত রয়েছে, অভিযোগ তুলে ঘটনা দুটির সিবিআই তদন্তের আবেদন জানিয়ে আন্দোলনে নামে বিজেপি। সেই দাবিকে সামনে রেখে তখন পুরুলিয়া জেলা শাসকের দফতরের সামনে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভে বসে বিজেপি। সেই বিক্ষোভে হাজির থেকে নেতৃত্ব দেন লকেট চট্টোপাধ্যায় ও সায়ন্তন বসু। আসেন রাহুল সিন্হা নিজেও। কোনও অনুমতি ছাড়াই প্রশাসনিক দফতরের সামনে বেশ কয়েকদিন ধরে একই ভাবে জমায়েত করে ভাষণ ও স্লোগান দেওয়া এবং তাতে মানুষের সমস্যার সৃষ্টি করার অভিযোগ ওঠে বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে।

সেই ঘটনায় শীর্ষস্থানীয় নেতা নেত্রী সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল পুলিশ। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের এই দিন পুরুলিয়া জেলা আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এদিন আদালতে হাজিরা দিয়ে জামিন পান রাহুল সিন্হা, লকেট চট্টোপাধ্যায় ও সায়ন্তন বসু।

রাজরাজেশ্বরীতে যোগীনী'র প্রাণ প্রতিষ্ঠা

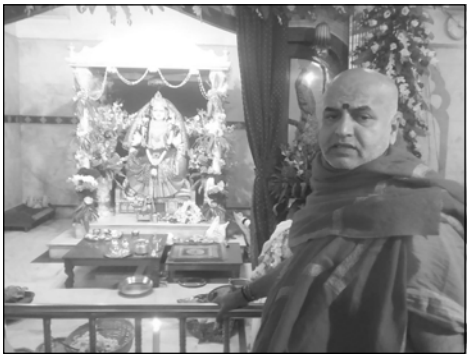

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ বর্ধমানের জৌগ্রামের রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল চৌষট্টি যোগীনী'র। এই উপলক্ষ্যে কুমারী পুজো, বটুক পুজো, স্বামী-স্ত্রী পুজো ও যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েক হাজার ভক্ত এই মন্দিরে এদিন ভিড় জমান। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, চতুষ্পীঠের শঙ্করাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতী মহারাজ, সুমিত্রা আম্মা, কোলকাতা হাইকোর্টের বিচার পতি শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক বেচারাম মান্না, বিধায়ক ডাক্তার সুদীপ্ত রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

দাঁইহাটের রাস উৎসব ঘিরে উন্মাদনা

শ্যামল রায়, কাটোয়া ঃ নবদ্বীপের রাসযাত্রা ছড়িয়ে পড়েছে পার্শ্ববর্তী এলাকা পূর্বস্থলী এক নম্বর ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে এবং সেইসঙ্গে কাটোয়ার দাঁইহাটে। প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। বারোয়ারি পুজো কমিটিগুলির মধ্যে বড় বড় মণ্ডপ ও প্রতিমায় বৈচিত্র তুলে ধরে থিম পুজোয় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। কাটোয়ার কার্তিক লড়াই যেমন প্রধান উৎসব শহরবাসীর কাছে, তেমনি নবদ্বীপ ও দাঁইহাটে রাস উৎসব বেশ বড় উৎসব তাঁদের কাছে। তাই শহর জুড়ে প্রতিমা তৈরির পাশাপাশি মণ্ডপসজ্জা ও আলোকসজ্জায় সেজে উঠেছে শহর। ভাগীরথী লাগোয়া দাঁইহাট শহরে রাসে শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের মিলন ঘটে। শিব কালী মূর্তির পাশাপাশি রাধা কৃষ্ণের মূর্তিও দেখা যায় রাস উৎসবে। দাঁইহাট শহরে অনুমোদিত পুজোর সংখ্যা প্রায় দেড় শতাধিক। কিন্তু অনুমোদন ছাড়া পুজোর সংখ্যা প্রায় আড়াইশো। পুজোকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য পুরো শহরকেই পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এভাবে বিভিন্ন ক্লাবে থাকছে থিমের ছড়াছড়ি। শহরের সুভাষ রোডের বৌদ্ধ সংঘের মণ্ডপ সেজে উঠেছে রাজস্থানী পুতুল, কাগজ, ফোম দিয়ে তৈরি ঘোড়া, হাতি ও পালকিতে। এই পুজো কমিটির সম্পাদক নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, রাসের পরের দিন বের হবে ট্যাবলো। পঁচিশ বছরে পা দেওয়া শহরের প্রীতম ক্লাবের থিম 'একশো দিনের কাজ'। ক্লাবের পক্ষে চিত্তরঞ্জন মণ্ডল জানিয়েছেন, রাস্তা থেকে একটু নীচে মণ্ডপ তৈরি করা হচ্ছে। একশো দিনের কাজে মাটি খুঁড়ে কাজ করতে গিয়ে নানান ঐতিহাসিক সামগ্রী উদ্ধার, এভাবেই সাজানো হচ্ছে মণ্ডপ। যেমন বুদ্ধ, নটরাজ, রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সন্ধানের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপে। গঙ্গা রাস্তার মোড়ের রেড সান ক্লাবের মণ্ডপ হচ্ছে মন্দিরের আদলে। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে থাকছে ড্রাগন। ভেতরে দেখা যাবে মহীরাবণ বধের দৃশ্য। ক্লাবের সম্পাদক সুব্রত বৈরাগ্য জানিয়েছেন, এই পুজোকে কেন্দ্র করে মেলা বসেছে। এবছর নটরাজ সঙ্ঘের থিম পুতুলের দেশ। ৩২ বছরের উৎসবে মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে ফাইবারের রংবেরঙের পুতুল, আমড়া, হোগলা পাতা, পাটকাঠি ও ঝিনুক দিয়ে। এই পুজো কমিটির সম্পাদক জানিয়েছেন, এবারের রাসে নটরাজের প্রতিমা করা হয়েছে। স্থানীয় বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কাটোয়ার মূল আকর্ষণ কার্তিক লড়াই, দাঁইহাটের রাস উৎসব অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। মানুষ এই উৎসবে মেতে উঠবেন ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন এই আশা রাখি।

ফকিরডাঙ্গাতে এবং বাবা শাহ ভড়ং মাজার শরীফে পালিত হল নবীদিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইন্দাস ঃ আরবী সনের তৃতীয় মাস রবিউল আওয়াল। আর এই মাসের ১২তারিখে জন্ম ও মৃত্যু হয় বিশ্বনবী হজরৎ মহম্মদ সা.এর। তাই এইদিনটি সারা বিশ্বে নবী দিবস হিসাবে পালিত হয়। বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়রের থানা এলাকার ফকিরডাঙ্গাতে এবং বাবা শাহ ভড়ং মাজার শরীফ প্রাঙ্গনে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হল নবীদিবস। এদিন এই উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিতে র‍্যালির সূচনা করেন পাত্রসায়ের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্থপ্রতিম সিংহ। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। শাহ ভড়ং বাজার থেকে র‍্যালিটি বের হয়ে রসুলপুর, তেলড়, কাটা দিঘি, নলডাঙ্গা গ্রাম ঘুরে মাজার শরীফে এসে শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন, পাত্রসায়ের বুক যুব তৃণমূলের সভাপতি সুব্রত দত্ত, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুব্রত কর্মকার, আশিস পাত্র, বেলুট-রসুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তাপস বারি প্রমুখ।

ফিরে এলো নিথর দেহ, কান্দুরীতে শোকের ছায়া

চন্দ্রজিৎ মজুমদার, কান্দি ঃ অভাবের সংসারের হাল ফেরানোর জন্য ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে খুন হলেন এক শ্রমিক। বুধবার সকালে খুন হওয়া শ্রমিকের ময়নাতদন্ত করা দেহ পৌঁছায় মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার কান্দুরী গ্রামে। এদিন গ্রামে দেহ পৌঁছানোর সাথে সাথে গোটা গ্রাম জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ জানিয়েছে মৃত ওই যুবকের নাম রাজা শেখ (২২)। বাবার নাম কাজল শেখ। বাবা দিন মজুরের কাজ করেন। বাড়িতে ছোটো ভাই ও বোন রয়েছে। অভাবের মধ্যে দিয়ে কোনও রকমে চলে সংসার। কাজলবাবু জানান, ছেলে লেখাপড়া বেশি দূর করেনি। গ্রামের স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। পাশ করতে পারেনি। তাই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে রাজা অর্থ উপার্জনের জন্য বন্ধুদের সাথে গিয়েছিল মহারাষ্ট্রের পুণে শহরে। মাস ছয়েক আগে শেষ দেখা হয়েছিল। রবিবার পুণে শহরে থাকা ছেলের বন্ধুরা আমায় জানায়, রাজাকে গলা কেটে খুন করেছে কিছু দুষ্কৃতী। তারপর আমরা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে দেহ আনার ব্যবস্থা করি। থানায় অভিযোগ করায় দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ আমাদের জানিয়েছে, রাজা যে দোকানে কাজ করতো সেই দোকানে কিছু দুষ্কৃতী প্রায় সময়েই মাংস কিনে টাকা না দিয়ে চলে যেত। বেশিকিছু কথা বললেই প্রাণে মারার ভয় দেখাতো। প্রায় দিনই এই নিয়ে রাজার সঙ্গে ওদের ঝগড়া হতো। হঠাৎই রবিবার এইনিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। তারপরেই দুষ্কৃতীরা রাজাকে খুন করে পালিয়ে যায়। প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানার কান্দুরী গ্রামের প্রায় ৫০ থেকে ৬০ জন যুবক মহারাষ্ট্রের পুণে শহরে কাজের জন্য রয়েছে। সকলেই এলাকায় মুরগীর দোকানে মুরগী কাটার কাজ করেন। বন্ধুদের সাথে রাজাও ছয় মাস আগে পাড়ি দিয়েছিল পুণে শহরে। এলাকার বাসিন্দা তথা খড়গ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সমর সাহা'র কথায়, অভাবের সংসারে হাল ফেরানোর জন্যেই মৃতত মহারাষ্ট্রে পাড়ি দিয়েছিলেন রাজা শেখ। তার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা খুবই মর্মাহত। আমরা পরিবারের পাশে রয়েছি।

গ্রামে গ্রামে প্রচারে অনুপমা ভর্মা

বুধবার এডিএফদের নিয়ে প্রচার অভিযানে সামিল হয়েছিলেন কেন্দ্রের এক প্রতিনিধি দল। মূলত নলেজ লিংকের এই কাজে মিশন নির্মল বাংলার অঙ্গ শৌচাগার নির্মাণ নিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচারের জন্য প্রধান মেম্বার সহ কেন্দ্রের প্রতিনিধি অনুপমা ভর্মা ছাড়াও বহু সদস্য মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার শিবির করেন।

বিশ্বমানের সিলিন্ডার এবং গ্যাস প্রস্তুত কারক কোম্পানী এখন আপনার শহরে
Go Gas LPG সিলিন্ডার
যা অর্থের মূল্য দেয় এবং রান্নার সময় বাঁচায়।
যা ভারত সরকারের পেট্রোলিয়াম এবং বিস্ফোরণ রোধক সংস্থা(PESO) দ্বারা স্বীকৃত।
21kg সিলিন্ডার যা ঘরোয়া, বাণিজ্যিক, হোটেল, পিকনিক, হাসপাতাল, দোকান, ব্যাঙ্ক, হোস্টেল ইত্যাদি সর্বত্র ব্যবহারের আদর্শ।
go gas
যোগাযোগ
ডিস্ট্রিবিউটার
শ্রী বিষ্ণু গ্যাস এজেন্সি
বাসুদেবপুর মোড়, আরামবাগ, হুগলি
MOB - 9735519993/ 9233481211
বিঃ দ্রঃ-এজেন্ট বন্ধুরা সাব ডিলার (আরামবাগ, কামারপুকুর, জয়রামবাটী, কোতুলপুর) নেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন।

ICSE CURRICULUM
SARADA VIDYAPITH
AN ENGLISH MEDIUM CO-EDUCATIONAL SCHOOL
[Following ICSE and ISC curriculum of the CISCE (Council for the Indian School Certificate Examinations)]
ADMISSION OPEN
for Nursery / LKG / UKG / Class-I / Class-II / Class-III
Basantapur (West Side of Football Maidan), Ward No 17, Arambagh, Hooghly
For Details Please Call : 7063851550 // 9547545196 // 9434665942
Email : saradavidyapith2018@gmail.com